

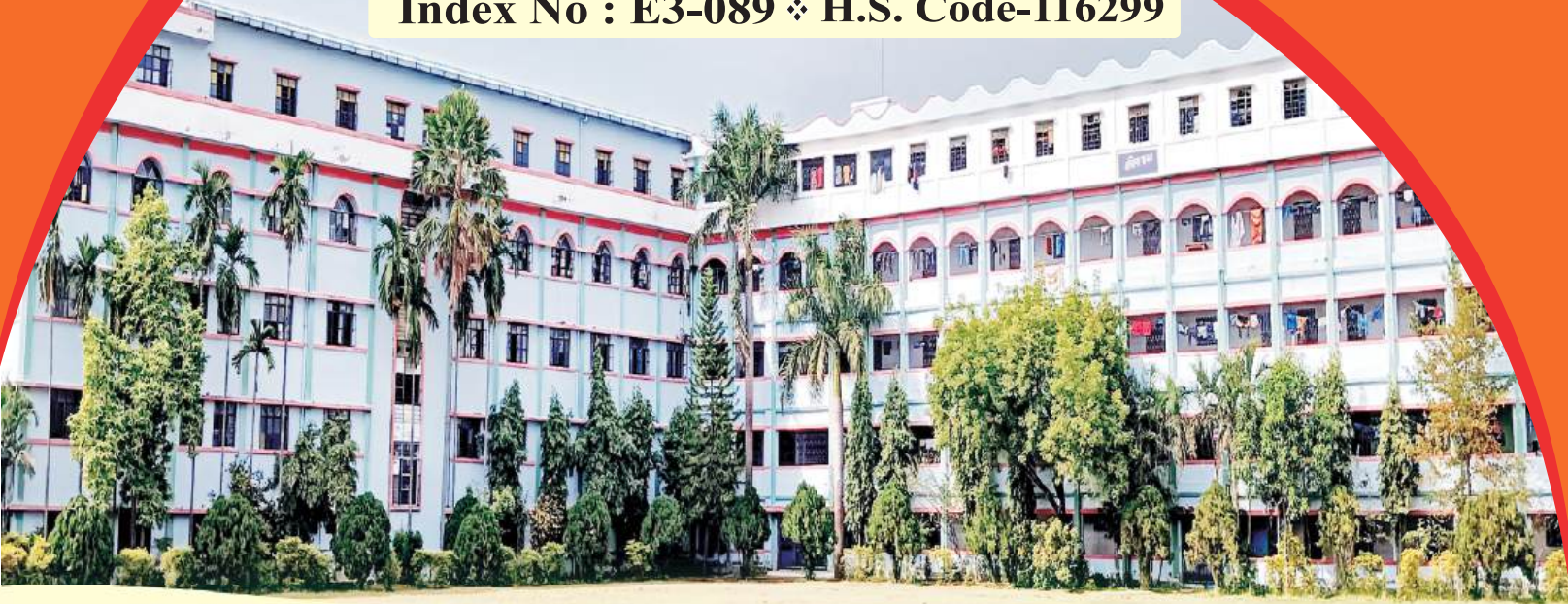


গাইডেন্স একাডেমি (উঃ মাঃ)

উচ্চমাধ্যমিক আবাসিক বিদ্যালয় (Co - Educational)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ কর্তৃক অনুমোদিত

Index No : E3-089 ✧ H.S. Code-116299



জঙ্গীপুর ক্যাম্পাস

ওমরপুর, তালাই, জরুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২২৩৫

মোবাইল ৮৩৭৩০৮৮৫৬৩/৬৫

E-mail : gajc512@gmail.com

PROSPECTUS



কলকাতা ক্যাম্পাস

বানতলা, কলকাতা-৭০০১০৫

মোবাইল ৮৫৮৫০১৯৭৭০/৭২

E-mail : gajc512@gmail.com



ভূমিকা :

একাডেমিক সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দোরে দোরে ঘুরে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এমনকি ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েও তাদের মধ্যে দেখা যায় মননশীলতার অভাব। চিন্তাভাবনা হয় সংকীর্ণ। প্রথাগত টিউশন শব্দটি তাদের মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত যে নিজস্বতা বলে কিছু থাকে না। সেই কারণে নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে না, দিশাহীনতায় পায় না জীবনের বোধ। শিক্ষান্তে শুরু হয় হাহাকার, হতাশা ক্রমে গ্রাস করে, মনের আয়নায় চেতনার আলো ফেলতে পারে না। মন হয়ে যায় ঝাপসা ও ক্ষুদ্র। কারণ, শিক্ষাটা হয়ে ওঠে শুধুমাত্র সিলেবাসভিত্তিক, নম্বরভিত্তিক, সাজেশনভিত্তিক। পুরো টেক্সট বই পড়ার আগ্রহটাই হারিয়ে যায়। চেতনায় শরতের সকালের মতো বকবক আলো ফেলতে হয়। তাতে অন্ধকার দূর হয়। অজানাকে জানা যায়, মনে নতুন নতুন বিষয়ে চিন্তা ভাবনার উদ্রেক হয়। মন হয় যুক্তিনির্ভর, জিজ্ঞাসাবাদক। আয়নারূপ মন পরিষ্কার হয়, বড়ো হয়। এরূপ অবস্থায় সচেতন অভিভাবকরা বেছে নেন এমন বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে একই ছাত্রের তলায় প্রয়োজনীয়তার অভাব না ঘটে, সকল প্রয়োজন মেটে। আদর্শগত শিক্ষা, বস্তুরাচক শিক্ষা, জন্মান্তরী শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, মননশীলতা বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য দরকার হয় উপযুক্ত পরিবেশ। সেই ধরনের এক সৃষ্টিশীল পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মনের ক্যানভাসটাকে বড়ো করার লক্ষ্যে, ২০০৬ সালে গাইডেন্স ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয় গাইডেন্স একাডেমি। কোনোরকম আর্থিক সহায়তা ছাড়াই এই বিদ্যালয় কাজ করে চলেছে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায়। গাইডেন্স একাডেমি একাডেমিক ডিগ্রি অর্জনের সাথে সাথেই ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ চেতনার বিকাশ সাধনে আমিত্বিক দৃষ্টির স্বচ্ছতা বাড়িয়ে মনের আরশিনগরের উপর চেতনার আলো ফেলে মনকে বড়ো করতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করে। অর্থাৎ ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া বা একাডেমিক ডিগ্রি অর্জন করা আবশ্যিক, কিন্তু তাতেই সীমাবদ্ধ থাকাটা মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমিত্বশাসক হয়ে, সাংস্কৃতিক হয়ে আর্থসামাজিক অভিযোগে ক্রমাগত নিজেকে সক্ষম করে তুলে জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম-এর সাধনায় ব্রতী হওয়া। তাই এখানে একাডেমিক শিক্ষার সাথে সাথেই জীবন সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার জন্য আমিত্বশাসিত হওয়ার শিক্ষাও দেওয়া হয়। যা তাদেরকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনে পথ চলতে সাহায্য করে। শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের যৌথভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় এই লক্ষ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব বলে গাইডেন্স একাডেমি পুরোপুরি বিশ্বাস করে।

পথচলা : ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ‘গাইডেন্স ফাউন্ডেশন’ নানা রকম শিক্ষামূলক কাজ করে চলেছে। ‘গাইডেন্স ফাউন্ডেশন’ উন্নত মানের পড়াশোনার জন্য ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে একই সাথে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর ও কলকাতার সায়েন্স সিটির নিকটস্থ বানতলায় বাংলা মাধ্যমে দুটি আবাসিক স্কুল পরিচালনা করছে। দুটি স্কুলই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল দ্বারা স্বীকৃত।

এই স্কুলগুলো মানব সমাজের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের। এখানে সকলের পরিচয় তারা শিক্ষার্থী। সঠিকভাবে গাইড করা ও উন্নতমানের পড়াশোনায় সাহায্য করার লক্ষ্যে ‘গাইডেন্স ফাউন্ডেশন’ গাইডেন্স প্রকাশন-এর মাধ্যমে সহজলভ্য মাসিক ম্যাগাজিন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেয়। মাধ্যমিক লেভেলে দশম শ্রেণির জন্য গাইডেন্স নয়দশ, উচ্চমাধ্যমিক (আর্টস)-এর জন্য এগারো-বারো, উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) ও জয়েন্ট এন্ট্রান্সের জন্য গাইডেন্স এগারো-বারো — এই তিনটি পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে সফলতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এগুলো পাওয়া যায়। জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও সর্বভারতীয় (NEET-UG, IIT JEE) মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের লক্ষ্য মাথায় রেখে গাইডেন্স-এর মাধ্যমে বিশেষ Coaching, বিশেষজ্ঞদের দিয়ে খাতার মূল্যায়ন, কম্পিউটারের মাধ্যমে ফলাফল বিশ্লেষণ, পুনর্মূল্যায়ন, মক-টেস্ট নেওয়া, প্রশ্ন-উত্তর নিয়ে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের মুখোমুখি আলোচনায় বসানো ইত্যাদির মাধ্যমে একাডেমি এবং একাডেমির বাইরের বহু ছাত্রছাত্রীকে পথ দেখিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয় গাইডেন্স ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণির জন্য বিজ্ঞান বিষয়ের উপর এমনভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় যা বিজ্ঞানকে আরও সহজবোধ্য করে। যাতে ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তীতে ক্লাস ইলেভেনে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়তে সুবিধা হয়।

২০১২ সাল থেকে জঙ্গীপুর ক্যাম্পাসে গাইডেন্স ফাউন্ডেশন নামে একটি English Medium School-ও পরিচালিত হচ্ছে। এটি C.B.S.E দ্বারা অনুমোদিত।

লক্ষ্য : মানুষ আজ ধারণাবদ্ধতায় প্রথাপালনী ও নানান সেন্টিমেন্টে বিভাজিত। কৌরবীয় ক্ষমতা সর্বদা সেন্টিমেন্টকে বাহবা দেয়, বিভাজন বাড়িয়ে তোলে। অশিক্ষায় আর্থসমাজ সংক্রামিত হয়। শিক্ষার্থীকে ধারণা মুক্ত ও সেন্টিমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করাই

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসহ মানব জীবনের লক্ষ্য অর্থাৎ শ্রীবাচক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানবকল্যাণে দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে তোলাই গাইডেন্স একাডেমির মূল লক্ষ্য। পাঠ্যসূচির বিষয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষিত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, আমিত্বিক শক্তিসমূহের সুযম বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে তাদের মধ্যে মানব প্রেম, জনপদের প্রতি দায়বদ্ধতা, কালপাত্রক্ষেত্রিক নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, নৈতিক মূল্যবোধ ও উন্নত চরিত্রের যথাযথ বিকাশ ঘটে। তার জন্য সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের পাঠ দেওয়া হয় যাতে তারা দ্রুত জীবনজগতের চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবিলা করতে পারে এবং সংকীর্ণ স্বার্থান্ধকতার উর্ধ্বে উঠে মানবকল্যাণে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়।



সহপাঠ্য - কার্যক্রম

স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কার্যকলাপকে সহপাঠ্য কার্যক্রম হিসাবে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের ইনডোর, আউটডোর গেমস, কবিতা, আবৃত্তি, নাটক, বিতর্ক, আলোচনা, সৃজনশীল লেখা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, সংগীত ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে তাদের আত্মকর্ষণ ও আমিত্ব শক্তি বিকাশের সহযোগিতা করা হয়। এছাড়া কম্পিউটার, হিন্দি ও স্পোকেন ইংলিশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

Counselling Cell

স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও External Expert দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে কাউন্সেলিং ও মোটিভেশনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

স্কুল গাড়ি

জঙ্গীপুর, সম্মতিনগর, বারালাসহ আশেপাশের এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা বাস ও গাড়ির সুবিধা নিতে পারে।



NATIONAL CADET CORPS (NCC)

শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে শৃঙ্খলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবৃদ্ধি সহ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গাইডেন্স একাডেমি সর্বদাই সজাগ। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাসহ উন্মুক্ত চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জঙ্গীপুর সাব ডিভিশনের একটি অন্যতম বিদ্যালয় হিসাবে গাইডেন্স একাডেমি পরিচালিত এবং 9 Bengal Battalion অনুমোদিত NCC (National Cadet Corps) প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সমস্ত শিক্ষার্থীদের আগামী দিনে নতুন কর্মসংস্থানের দিশা দেখাবে বলে আমরা আশাবাদী।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আধুনিক শিক্ষায় সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কো-স্কলাস্টিক জোনে অংশগ্রহণ, টিমওয়ার্ক, সহযোগিতামূলক শিক্ষা, নেতৃত্বের গুণমান ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আর্থসামাজিক নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন এবং যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমিত্বিক চেতনা কর্তৃকের চর্চা করা হয়।

লাইব্রেরি

অত্যাধুনিক লাইব্রেরি ব্যবস্থা যেখানে পাঠ্যবই-এর পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বইসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর লেখা শিশুমনের উপযোগী আনন্দমেলা, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, কম্পিউটার ডট কম ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ পাঠাগার।



হোস্টেল

■ কলকাতা ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেলের সুবন্দোবস্ত আছে।

■ জঙ্গীপুর ক্যাম্পাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বিল্ডিং-এ ক্লাস ও হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে। ■ ছাত্রীদের জন্য পৃথক ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে।

■ ২৪ ঘণ্টা কড়া নিরাপত্তার সহিত ছেলে-মেয়েদের রাখা হয়। ■ বাড়ন্ত বাচ্চাদের বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে যথাসাধ্য পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

■ ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার পাশাপাশি ছুটির দিনগুলিতে নিয়মিত গান, নাটক, অঙ্কন এবং গ্রুমিং-এর ক্লাস করানো হয়।





ভর্তি মস্মর্কে

কলকাতা ক্যাম্পাসে পঞ্চম থেকে নবম ও একাদশ শ্রেণিতে এবং জঙ্গীপুর ক্যাম্পাসে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য Online Application জমা করতে হয় www.guidanceacademy.in -এই ওয়েবসাইটে।

✓ তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণিতে Offline-এ ভর্তির ফর্ম দেওয়া হয় আগস্ট মাস থেকে। ক্লাস শুরু হয় জানুয়ারি মাস থেকে।

✓ একাদশ শ্রেণির (বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে) ভর্তির ফর্ম দেওয়া হয় জানুয়ারি থেকে এবং ক্লাস শুরু হয় যথাক্রমে এপ্রিল ও মে মাস থেকে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা ও Counseling-এর মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হয়, কেবলমাত্র একাদশ শ্রেণিতে কলা বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা ছাড়াই Counseling-এর মাধ্যমে সরাসরি ভর্তির সুযোগ আছে। কলকাতা ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক ও অনাবাসিক হিসাবে ভর্তি নেওয়া হয়।

■ উভয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ও অনাবাসিক হিসাবে ভর্তি নেওয়া হয়। জঙ্গীপুর ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের পৃথক হোস্টেল ও স্কুলের ব্যবস্থা আছে।

■ এছাড়াও ইংরেজি মাধ্যমে Guidance Foundation-এ ভর্তির জন্য Online Application ও Offline-এ ভর্তির ফর্ম দেওয়া হয় নভেম্বর মাস থেকে।

■ ট্রায়াল ক্লাস শুরু হয় জানুয়ারি মাসে এবং প্রতি শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ এপ্রিল থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত।

স্কুলের মুখ্য বিষয়মস্মূহ

অনুমোদন : গাইডেন্স একাডেমির জঙ্গীপুর ক্যাম্পাস পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক মাধ্যমিক

স্কুল এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষাসংসদ কর্তৃক উচ্চমাধ্যমিক স্কুল হিসাবে অনুমোদিত।

অনুমোদন নম্বর S/Recog/2009/96. Index Number-E3-089 এবং H.S.Code : 116299

গাইডেন্স একাডেমির কলকাতা ক্যাম্পাস পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (WBBSE) কর্তৃক অনুমোদিত।

পাঠ্যক্রম : গাইডেন্স একাডেমিতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সিলেবাস অনুসৃত হয়।

লেখাপড়ার মাধ্যম বাংলা হলেও স্কুলে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ইংরেজি পড়ানো হয়। এর জন্য স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসেরও ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষার ব্যবস্থা : প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ তিনটি Summative Evaluation-এ বিভক্ত। প্রতিটি Summative Evaluation-এর মাঝে অতিরিক্ত Class Test ও Surprise Test নেওয়া হয় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা করতে অনুপ্রাণিত হয়। এখানে প্রতিটি পরীক্ষাই সমান গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ভালো ফল করতে পারে তার জন্য মকটেস্ট-এর ব্যবস্থাও আছে। প্রত্যেকটি পরীক্ষাপত্র মূল্যায়নের পর প্রথমে শিক্ষার্থী এবং পরে অভিভাবকদের নিকট পাঠানো হয়।

প্রগতি পত্র : প্রতিটি পরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়। ফলে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীরা একে অপরের অবস্থান জানতে পারে এবং প্রতিযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয়। তিনটি Summative Evaluation-এর গড় ফলের ভিত্তিতে সারা বছরের সামগ্রিক ফল বিবেচিত হয়।



স্কুলের পোশাক

ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ রুচিশীল এবং চালচলনে সাবলীল সুশৃঙ্খল করার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম অপরিহার্য।

ছাত্রদের পোশাক : সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, কালো বেল্ট, নেভি ব্লু টাই, কালো জুতো ও নেভি ব্লু ব্লেজার (শুধু শীতকালে)

ছাত্রীদের পোশাক : তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত সাদা স্কার্ট, সাদা শার্ট, নেভি ব্লু টাই, সাদা ফিতে, কালো জুতো ও

নেভি ব্লু ব্লেজার (শুধু শীতকালে)। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সাদা সালোয়ার কামিজ, সাদা ওড়না, সাদা ফিতে, কালো জুতো ও নেভি ব্লু ব্লেজার (শুধু শীতকালে)।

স্কুলের ফি

ভর্তির ফি, সেশন চার্জ এবং Caution Money ইত্যাদি একত্রে নেওয়া হয়। ভর্তির ফি অবশ্যই ব্যাঙ্ক ড্রাফট, চেক অথবা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে জমা করতে হয়। স্কুলের মাসিক ফি অবশ্যই ব্যাঙ্কে ECS/NACH-এর মাধ্যমে জমা করতে হবে। প্রতি বছর নতুন সেশন শুরুর সময় বাৎসরিক ফি জমা দিতে হয়। কোনো ফি জমা দেওয়ার পর তা আর ফেরতযোগ্য নয়। মাসিক ফি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না করলে লেট ফি প্রযোজ্য।

Personal Account : Boarder ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে (যেমন : বই, খাতা, পেন ইত্যাদি) তাদের পারসোনাল অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম 1500/- টাকা রাখতে হয়।

র‍্যাগিং (The Prevention of Ragging Act of India, 1997)

র‍্যাগিং-এর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এবং আইনের দৃষ্টিতে র‍্যাগিং একটি ফৌজদারি অপরাধ এবং তা শিক্ষার মানকে নামিয়ে দেয়। স্কুল এবং হোস্টেলে র‍্যাগিং সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং অতীতে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনো অভিযোগ আসলে অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি দিয়ে পূর্ণ তদন্ত করে অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গৃহীত ব্যবস্থায় আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রী সন্তুষ্ট না হলে অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে এফ. আই. আর করা হবে। এমনকি যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী র‍্যাগিং-কে প্রশ্রয় দেবে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।



ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেল ও ক্লাবরুম

জঙ্গীপুর ক্যাম্পাস || কলকাতা ক্যাম্পাস

- জঙ্গীপুর ক্যাম্পাসে মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বিল্ডিং-এ ক্লাস, হোস্টেল ও ক্যান্টিনের সুব্যবস্থাপনা।
- কলকাতা ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেল এবং ক্যান্টিনের বিশেষ সুযোগ সুবিধার সুব্যবস্থাপনা আছে।
- ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও CCTV পর্যবেক্ষণ।
- ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার জন্য পৃথক খেলার মাঠ, সাথে বিভিন্ন রকমের ইনডোর ও আউটডোর গেমস-এর ব্যবস্থা।
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (NEET / IITJEE/ CLAT ও অন্যান্য) আগাম প্রস্তুতি ও ভিত্তি শক্ত করা হয়।
- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।
- ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে পৃথক Counselling ও মোটিভেশনের বিশেষ ব্যবস্থা।
- মেয়েদের বিশেষ চাহিদার ও স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে অল্প জাতীয় খাদ্যের জোগান ও প্রয়োজনে গরম পানীয় জলের সুব্যবস্থা।

আবাসিক কোচিং

ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে এবং গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে আরও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আবাসিক কোচিং-এর ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

বছরের বিভিন্ন সময়ে সমস্ত শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-মূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। এর খরচ অভিভাবকদের আনাদাভাবে বহন করতে হয়।





ল্যাবরেটরি

ব্যবহারিক এবং উদ্ভাবনী শিক্ষার ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র বিজ্ঞান নয় বিশেষত অন্যান্য ক্ষেত্রেও একটি গবেষণা ভিত্তিক মানসিকতা তৈরিতে ল্যাবরেটরির ভূমিকা অপরিমিত। অত্যাধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরিগুলি শ্রেণিকক্ষে পড়ানো বিষয়গুলি (topics) বা তাত্ত্বিক ধারণাগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে। তাই শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, কম্পিউটার, ভূগোল ও জীববিদ্যার আলাদা ল্যাবের ব্যবস্থা আছে। সেই সঙ্গে রয়েছে স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে ক্লাস করানোর সুব্যবস্থা।



অ্যাডভান্স কম্পিউটার কোর্স

এই ডিজিটাল যুগে কম্পিউটার ও সহযোগী হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার -এর বেসিক সম্বন্ধে সকলেই কম-বেশি অবগত। তাই নিজেকে একটু এগিয়ে রাখতে অ্যাডভান্স লার্নিং-এর প্রয়োজন, যা ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ সহায়ক হবে। আর তাই পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারে সাধারণ ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি Advance Computer Sc. ও Application-এর Class করানো হয়। যেমন — Advance MS Office, SQL, HTML, C++, Python, ইত্যাদি। এই কোর্সগুলির মাধ্যমে উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোগ্রামে কীভাবে Application তৈরি করা হয় এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে, যা আগামীতে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে।



যন্ত্র মঞ্জীত চর্চা

মনন ও মেধার বিকাশে শিল্প চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি গিটার ও কী-বোর্ড চর্চার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাবলীলতার পাঠও দেওয়া হয়।



শৃঙ্খলা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। মানসিক বা শারীরিক কোনো ধরনের শাস্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বৈধ কারণ ছাড়া অতিরিক্ত অনুপস্থিতি, অবাধ্যতা এবং অভ্যাসগত অলসতার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের স্কুল কর্তৃপক্ষ অথবা প্রধান শিক্ষকের নিকট ডাকা হয়, এমনকি শিক্ষার্থীকে স্কুল থেকে বহিস্কারের মতো চরমতম সিদ্ধান্তও গৃহীত হতে পারে। অভিভাবকদের ক্লাস চলাকালীন শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ এবং শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করার কোনো অনুমতি নেই। ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য Visiting Day র নির্দিষ্ট সময় - সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত অভিভাবকরা দেখা করতে পারেন। কোনো রকম চিপস, চানাচুর, রেস্টুরেন্টে তৈরি ফাস্ট ফুড, কোল্ড ড্রিংক আনা বাঞ্ছনীয় নয়।

অস্লীল ভাষার ব্যবহার, উচ্চস্বরে চিৎকার করা, বাগড়া করা, ছোটোদের ওপর কর্তৃত্ব ফলানো (র্যাগিং) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রঙিন এবং অপরিচ্ছন্ন পোশাক অথবা অপরিষ্কার ইউনিফর্ম কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

লম্বা চুলের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অবশ্যই তাদের চুলকে দুটি পৃথক বিনুনিতে বাঁধতে হবে এবং ছাত্রদের অবশ্যই তাদের চুল ছোটো রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের অবশ্যই স্কুলের প্রতীক এবং স্কুল ইউনিফর্মকে যথাযোগ্য সম্মান করা উচিত। স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরে অকারণে স্কুল ইউনিফর্ম পরে ঘোরাঘুরি এড়াতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে স্কুলের জিনিসপত্র ভাঙা অথবা স্কুলের সম্পত্তির ক্ষতির জন্য দোষীদের উপযুক্ত জরিমানা প্রদান করতে হবে।

খেলাধুলা

শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা খুবই প্রয়োজনীয়। নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে যেমন সুস্থাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়, তেমনই খেলাধুলা ছাত্রছাত্রীদের দলবদ্ধ, ধৈর্যশীল, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও উদার হতে শেখায়। খেলাধুলার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীর মনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়।





সমাজ সচেতনতামূলক প্রচারণা

গাইডেন্স একাডেমির শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-শিক্ষিকার সহযোগিতায় সমাজ উন্নয়নমূলক নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন সমাজ সচেতনতামূলক কার্যকলাপে অংশ নেয় যা স্কুল সংলগ্ন এলাকার মানুষের কাছে বিশেষভাবে প্রশংসিত।

উদাহরণ স্বরূপ, 'Safe drive Save Life' কর্মসূচী গ্রহণ, গ্রামের মানুষের কাছে কোভিড সচেতনতা বৃদ্ধির অভিযান, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের নিজ জন্মদিনে বৃক্ষরোপণ, Seed Bank ইত্যাদি।



অভিভাবকদের প্রতি

গাইডেন্স অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কারণ পিতা-মাতাই হলেন একজন শিশুর প্রথম শিক্ষক। আমরা আশাকরি অভিভাবকগণ তাদের সন্তানকে নিয়মানুবর্তী এবং শৃঙ্খলাপারায়ণ হতে সঠিক নির্দেশনা দেবেন।

অভিভাবকদের প্রতিটি স্কুল মিটিংয়ে নিয়মিত উপস্থিত থেকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত লিখিতভাবে প্রধান শিক্ষকের নিকট পেশ করা উচিত।

বাচ্চাদের উপর অকারণে চাপ তৈরি করবেন না, তবে শুরু থেকেই তাদের কোনটি ঠিক কোনটি ভুল সে বিষয়ে সঠিক ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। তাদের সামান্য প্রচেষ্টার প্রশংসা করুন এবং তাদের উৎসাহিত করুন।

অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে তারা শিক্ষক, দ্বাররক্ষী বা বাসচালকের সাথে কোনো প্রকার বিবাদ বা বিতর্কের না জড়ায়।

কোনো সমস্যা তৈরি হলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান কার্যালয় অথবা, প্রধান শিক্ষকের কাছে লিখিত আবেদন জানাতে হবে।

স্কুলের সাথে যেকোনো ধরনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকের অফিসের মাধ্যমে তা করা উচিত।

অভিভাবকদের অবশ্যই স্কুলের দেওয়া ডায়েরী অনুসরণ করতে হবে এবং তাতে উল্লেখিত নির্দেশ অনুসারে বাচ্চার বাড়ির কাজ এবং অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

অভিভাবকগণ কোনো জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সন্তানদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে অন্ততপক্ষে এক মাস পূর্বে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে নোটিশ করতে হবে এবং চলতি মাসের ফি অবশ্যই জমা করতে হবে।





অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা

অগ্নিকাণ্ডের মতো জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, গাইডেন্স একাডেমি সেবিষয়ে সদা সতর্ক থেকে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

স্কুল ভবন ও হোস্টেল ভবনের প্রয়োজনীয় স্থানে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং ফায়ার অ্যালার্ম স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষকদের পাশাপাশি অশিক্ষক কর্মীদেরও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি জরুরীকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা হয় যাতে তারা বুঝতে পারে, জরুরী অবস্থার পাশাপাশি জরুরী স্থানান্তরের জন্য কাদের কাছে পৌঁছাতে হবে।



নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা

গাইডেন্স একাডেমি মনে করে, একটি শিশু তখনই শেখার প্রতি মনোযোগ দিতে সক্ষম হবে যখন সে উপযুক্ত শেখার পরিবেশে নিজেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত বোধ করবে।

গাইডেন্স সবসময় ছাত্র-ছাত্রীদের তার শক্তি হিসাবে বিবেচনা করে, সুতরাং তাদের একটি নিরাপদ শেখার পরিবেশ প্রদান করা গাইডেন্সের সর্বোচ্চ কর্তব্য।

সেই কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারগুলি সুপ্রশিক্ষিত প্রহরী দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিদ্যালয়ের প্রবেশপথে আগত Visitor দের যথাযথভাবে স্ক্রিনিং করা হয়।

তাহাড়া শিক্ষার্থীদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্কুল ও হোস্টেলের প্রয়োজনীয় স্থানে 24x7 সি. সি. টিভি ক্যামেরা দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়।



উদ্ভাবনী শিক্ষা এবং অনুশীলন

গাইডেন্স একাডেমির শিক্ষক-শিক্ষিকারা সর্বদা শিক্ষার্থীদের প্রচলিত পুঁথিগত শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করে এবং সর্বদা ব্যবহারিক মডেল ভিত্তিক শিক্ষার্জনে উৎসাহিত করেন। এর উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে প্রসারিত করা। শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্মিত ড্রোন (কোয়ার্ড কপ্টার), ডি সি জেনারেটর এবং রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের মতো উদ্ভাবনী মডেল যার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

আউটডোর ইভেন্টস

গাইডেন্স একাডেমির শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে কয়েকটি দল নির্বাচন করে এবং সীমিত সুযোগের সাথে প্রত্যন্ত গ্রাম পরিদর্শন করে সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন শিক্ষামূলক সৃজনশীল কর্মকাণ্ড যেমন, আর্ট এণ্ড ক্রাফ্ট, মিউজিক ইত্যাদিতে নিযুক্ত করে ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। এতে যেমন প্রত্যন্ত গ্রামের পিছিয়েপড়া ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়তি শিক্ষার সুযোগ পায় তেমনি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমাজ সচেতন মনোভাব, Diversity & inclusion, Team work এবং নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।





জৈব চাষের প্রচার

শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর ও কীটনাশক বিহীন খাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই জানি রাসায়নিক সারের ব্যবহার আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর। জৈব চাষ হল কৃষির একটি নির্ভরযোগ্য রূপ যার সাহায্যে আমরা আমাদের রান্নাঘরে তাজা, স্বাস্থ্যকর খামার পণ্য সরবরাহ করতে পারি।

স্কুল ক্যাম্পাসের চারপাশে পাখি, পোকা-মাকড় (পতঙ্গ) এবং মাটিতে জৈব চাষের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তাই একাডেমির নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বান্ধব ফলন উৎপাদনে উৎসাহিত করা এবং স্ব-উৎপাদিত পুষ্টিকর খাদ্যের যথেষ্ট জোগানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এছাড়া দেশি হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি ও চাহিদা মেটাবার লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে তা প্রতিপালন করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরও এই গবেষণায় অংশ নিতে উৎসাহিত করা হয়।



সবুজায়ণের উদ্যোগ

বৃক্ষরোপণ

একাডেমির বিশাল ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বৃক্ষরোপণ অভিযানে উৎসাহের সাথে অংশ গ্রহণ করে। ক্যাম্পাসের ছাত্র-ছাত্রীদের লাগানো গাছ একদিকে যেমন ক্যাম্পাসের পরিবেশকে সবুজ সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছে, তেমনি চারপাশের বাতাসকে করে তুলেছে নির্মল ও সতেজ। ক্যাম্পাস ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ ও সচেতনতামূলক কাজ করে থাকে। প্রতিবছর গাছ লাগানোর ফলে পুরো এলাকাটি পূর্বের চেয়ে বেশি সবুজ দেখায় শিক্ষার্থীরা গাছের সাথে বাঁচতে শেখে, সবুজের সাথে বন্ধুত্বের অনুভূতি গড়ে তোলে।



Guidance Eco Club



চারাগাছ বিতরণ

গাইডেন্স পরিচালিত 'ইকো ক্লাব অফ গাইডেন্স ফ্যামিলি' নিজ প্রচেষ্টায় অভিভাবক / অভিভাবিকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের কাছে চারাগাছ বিতরণের মাধ্যমে এতদ অঞ্চলের মানুষকে সবুজায়ণ রক্ষা ও দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে।

Plant a Tree & get
Oxygen for Free

চারাগাছ বিতরণ





COMPETITIVE PREPARATION

**Offers courses on
Medical, IIT-JEE & WBJEE**

Guidance Academy provides coaching to the students appearing for NEET, CLAT, WBJEE, IITJEE and other competitive exam. It is a hub for extraordinary brilliant students as well as dedicated, talented, experienced teachers who motivate and energize the students to achieve the best. The faculty members are top class working professionals with extensive real life work experience.

Highlights

In addition to the above, an immensely dedicated team of highly experienced professors, teachers, academicians and devoted staff at Guidance Academy provides training to the students of Engineering & Medical using scientific methodologies in order to boost up the confidence level of meritorious students to combat stiff competitive examinations.

Free coaching is provided to meritorious students aspiring for Medical & Engineering Entrance Examination.

Students get immense benefit as study materials and journals of the in-house publication are provided to them free of cost or sometimes with minimum charge.

Courses Offered

- ✓ Board (XI-XII) + NEET (UG) / JEE (Main) / WBJEE / Competitive Exam
- ✓ NEET (UG) / JEE Residential Special Coaching for repeaters

Infrastructure

- ✓ Experienced faculty
- ✓ Smart classroom
- ✓ Online live Classes
- ✓ Well organised library room with competitive books
- ✓ Well equipped computer lab with internet
- ✓ Recorded repeat classes

We Provide

- Up-to-date Study Materials
- Regular Unit Tests & Class Tests
- Regular Home Assignment
- Mock Test
- Evaluation & Re-evaluation
- Doubt Clearing Classes
- Motivational Class and continuous counseling
- Special focus on English communication & Grooming
- Developement of interview skill





GUIDANCE FOUNDATION

A Premier CBSE Residential-Cum-Day Boarding School

Affiliation No. : 2430300 || School No. : 16053

Campus : Talai, Omarpur, Murshidabad : 742235

Contact : 8373088557 / 8373088565

SCHOOL PROFILE

Guidance Foundation pledge to lay the foundations for all pupils to become responsible global citizens of the future with a forward-looking, committed and responsible vision for providing the highest standards of educational achievement in an environment which is rich in facilities and educational opportunities. Our Schools offer a safe, happy and friendly atmosphere where management, teachers and parents / guardians work together in a spirit of cooperation

An Introduction to Guidance Foundation

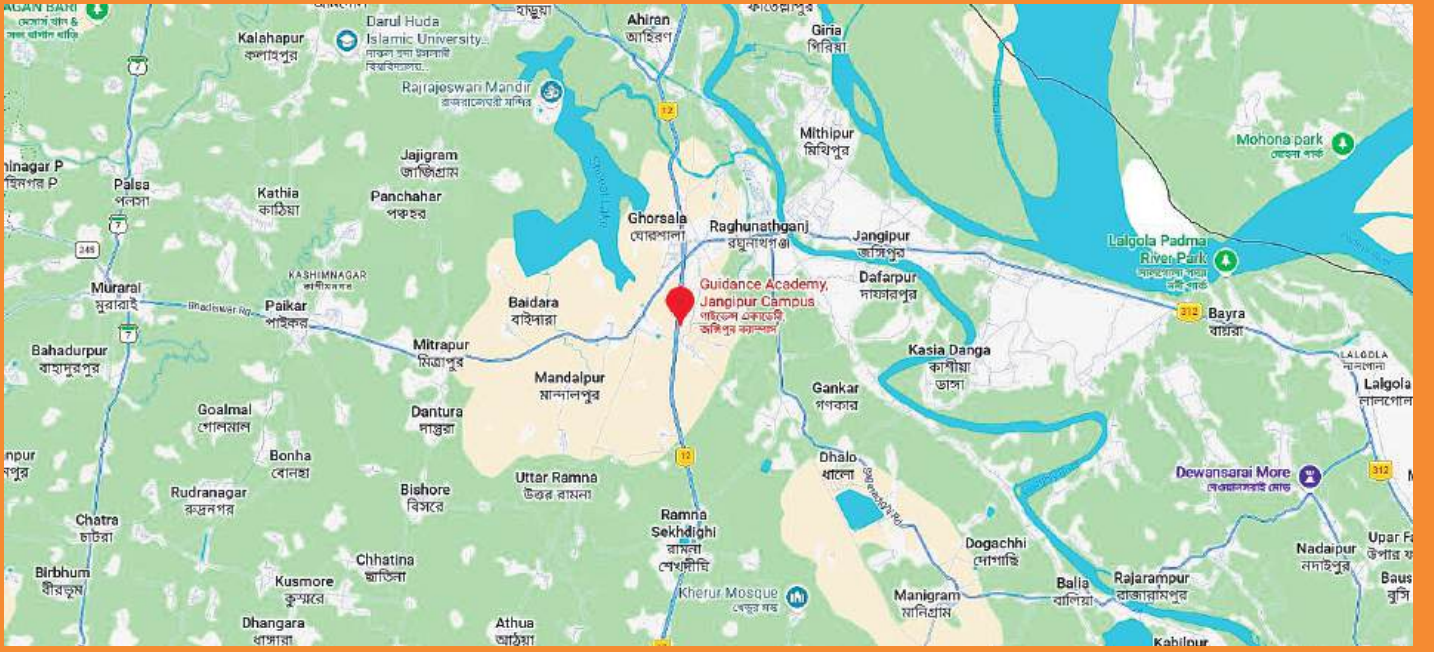
Situated beside NH-12, 3 kms away from the Raghunathgunj town, Guidance Foundation provides a peaceful and serene environment suitable for education & communication. The school was established in the year 2012 with an aim to impart quality education in the area. The school started with only three units — Jr KG, Sr KG and Class I, Each year we are upgrading to higher level. keeping in mind to be upgraded up to Class XII (Sc., Arts & Com.). The School is now running from Nursery to class X.

School Aims

We believe that learning should take place in a happy, caring and stimulating environment in which staff, children, parents and the local community have important roles to play. To this end we aim :

- ❑ To provide a happy, caring environment in which both children and adults feel secure and valued, where they will find satisfaction and pleasure in their work and where learning will flourish.
- ❑ To ensure continuity and progression within the curriculum and provide opportunities for children to develop an understanding of the world and their influence upon it.
- ❑ To enable children to develop lively enquiring minds and the ability to question and discuss rationally and to apply themselves to realistic tasks and challenges.
- ❑ To encourage individuals to celebrate their own and others' achievements and to develop a wider appreciation of human fulfillment and aspiration.
- ❑ To enable both children and staff to fulfill their potential and in so doing, acquire knowledge, skills, concepts and attitudes which will be relevant throughout their lives.
- ❑ To help children develop spiritually and morally, drawing inspiration from, and developing tolerance of world religions, cultures and ways of life.
- ❑ To develop each individual as a caring, concerned and contributing member of the society.





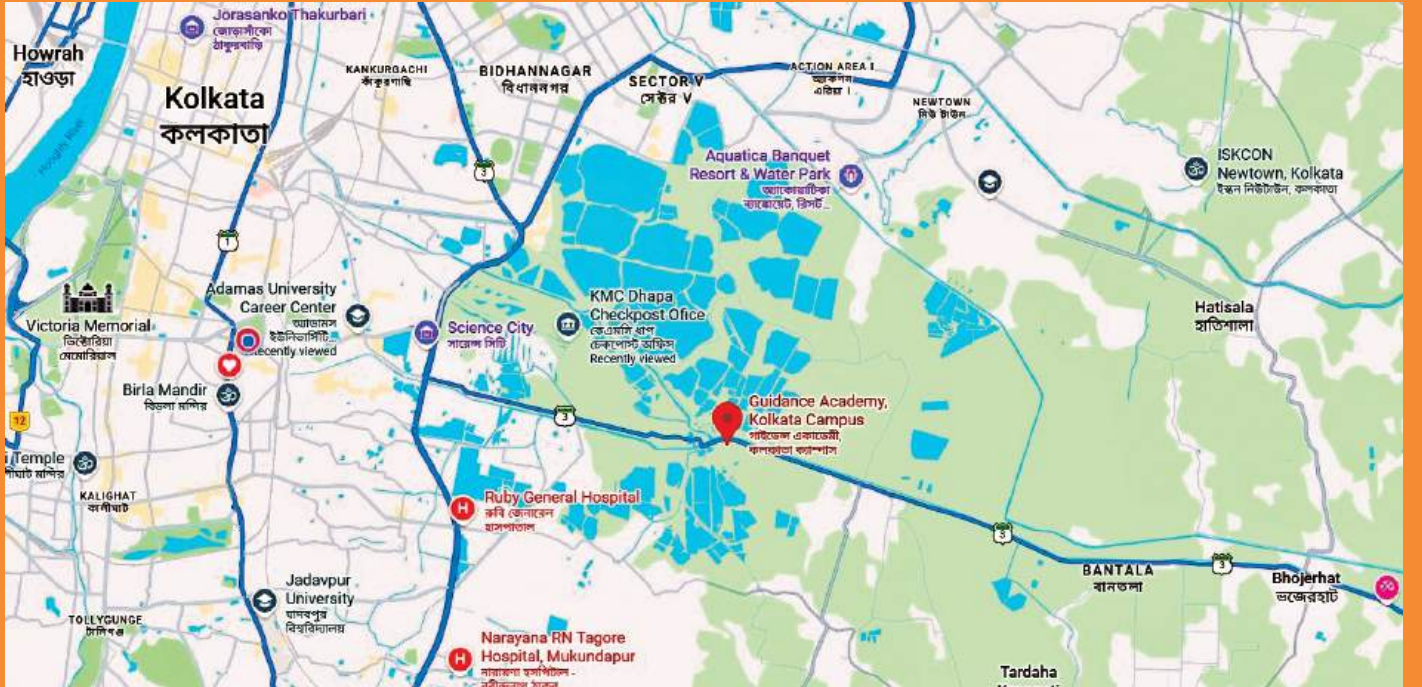
জঙ্গীপুর ক্যাম্পাসে আসতে হলে

পথ নির্দেশ

- ▶ ১২ নং জাতীয় সড়ক ধরে যাতায়াতকারী বাসে স্কুলের সামনে অথবা ওমরপুর স্টপে নামতে হবে।
- ▶ ওমরপুর থেকে বহরমপুরের দিকে ঠিক ২ কিলোমিটার দূরত্বে গাইডেন্স একাডেমি। মোরগ্রাম থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৫ কিমি।
- ▶ জঙ্গীপুর স্টেশন থেকে স্কুলের দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার।

কলকাতা ক্যাম্পাসে আসতে হলে

- ১। ধর্মতলা থেকে দূরত্ব ১৪ কিমি। **বাসসমূহ :** বাবুঘাট-ধামাখালি (CSTC), 213, SD-24, বাবুঘাট-বাসন্তী (CSTC) ইত্যাদি।
- ২। শিয়ালদহ থেকে দূরত্ব ১১ কিমি। **বাসসমূহ :** 213, 213/1, SD-24, রাজাবাজার-ঘটকপুকুর (CTC), রাজাবাজার-মালঞ্চ (CTC), বাবুঘাট-ধামাখালি (CSTC), বাবুঘাট-বাসন্তী (CSTC), রাজাবাজার-কানমারি, উল্টোডাঙা-কানমারি, শ্যামবাজার-বসিরহাট ইত্যাদি।
- ৩। হাওড়া থেকে দূরত্ব ১৬ কিমি। **বাসসমূহ :** হাওড়া-মালঞ্চ (CTC), T-12।



সেন্ট্রাল অফিস: গাইডেন্স, ১৯৭ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন ০৩৩ ২২৮০ ৬৭০৯, মোবাইল ৯৮৩০৮ ০৬১০৭

E-mail: mail.guidance@gmail.com Website: www.guidanceacademy.in